# বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১
## স্থানীয় সরকার বিভাগ

# “স্মার্ট অটোরিক্সা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম” উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বিষয়ক নির্দেশিকা

**কেইস স্টাডি: রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন**
**তারিখ: ৯ ডিসেম্বর, ২০২০**

## এক নজরে "স্মার্ট অটোরিক্সা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম"
## রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

**স্মার্ট অটোরিক্সা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা:**

- রেজিস্ট্রেশনকৃত অটোরিক্সার তুলনায় রাস্তায় ৩/৪ গুন অটোরিক্সা বেশি চলা।
- ধারণ ক্ষমতার তুলনায় রাস্তায় বেশি অটোরিক্সা চলাচলের ফলে সর্বদা যানজট থাকা।
- রেজিস্ট্রেশনবিহীন অটোরিক্সার কারনে দুর্ঘটনা ও অপরাধের পরিমান বেড়ে যাওয়া।
- কার্যকর এ্যাপস ভিত্তিক ব্যবস্থা না থাকা।

**স্মার্ট অটোরিক্সা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য:**

- সকল অটোরিক্সা ও রিক্সামালিকের রেজিস্ট্রেশন।
- ড্রাইভার রেজিস্ট্রেশন।
- অনলাইনে মালিকানা ও ড্রাইভারের তথ্য চেকিং।
- লাল ও সবুজ রং এর মাধ্যমে দুই শিফটে চালানোর ব্যবস্থা।
- মালিক ও চালকগণের স্মার্ট কার্ড সরবরাহ।
- ড্রাইভারদের পোশাক নিশ্চিত করা।
- শহরে রাস্তা অনুপাতে অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সার সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ।
- রাজস্ব আয় নির্ধারণ ও আদায় নিশ্চিতকরণ।
- সড়কে যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা।
- দালাল ও মধ্যসত্ত্বভোগী দূর করা ও দুর্নীতি রোধ করা।
- নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত মূল্যে, এ্যাপস এর মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করা।
- স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনবান্ধব সেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

**স্মার্ট অটোরিক্সা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বাস্তবায়ন পদ্ধতি:**

- শক্তিশালী বাস্তবায়ন কমিটি গঠন।
- একাধিক মতবিনিময় সভার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করা।
- নীতিমালা তৈরী।
- অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সার সংখ্যা নির্দিষ্ট করা।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.সি.টি শাখার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট সফট্ওয়ার তৈরী করা।
- মালিক ও চালককে উদ্বুদ্ধ করে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে আবেদন গ্রহণ, অনুমোদন ও স্মার্ট কার্ড বিতরণ সম্পন্ন করা।
- আর.এম.পি, ট্রাফিক এবং নিজস্ব জনবলের সাহায্যে চেকিং এর মাধ্যমে অটোরিক্সা চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা।

## রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
## "স্মার্ট অটোরিক্সা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম"

রাজশাহী শহরের যানজট নিরসনে অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সার সুষ্ঠু ও নিয়ন্ত্রিত চলাচলের লক্ষে কর্মপরিকল্পনা তৈরী করার জন্য মাননীয় মেয়র এর দিকনির্দেশনার প্রেক্ষিতে "স্মার্ট অটোরিক্সা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" উদ্ভাবনী ধারনা নিয়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ১ জুলাই ২০১৯ তারিখে কার্যক্রম শুরু করে। কর্মপরিকল্পনা তৈরীর লক্ষে কমিটি গঠন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে এ সিস্টেম বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে অপরদিকে সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

**"স্মার্ট অটোরিক্সা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা চক্র:**

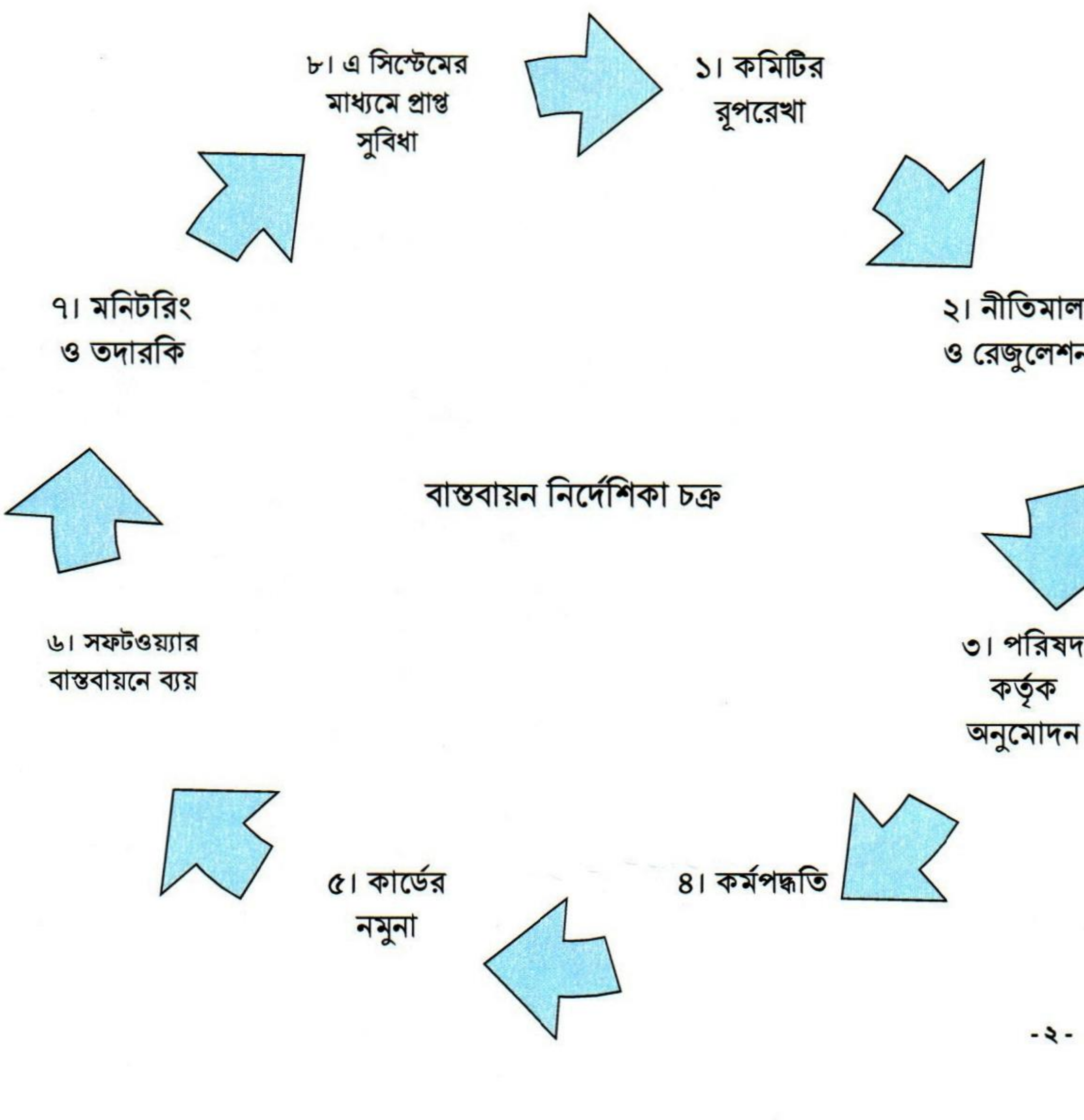

## ১। কমিটির রূপরেখা:

সুষ্ঠুভাবে অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সা চলাচলের লক্ষে কর্মপরিকল্পনা তৈরী করার জন্য নিম্নরূপভাবে ৭(সাত) জন বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উল্লিখিত কমিটি সিটি কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, আইসিটি প্রধান, ট্রাফিক বিভাগের প্রতিনিধি, বিআরটিএ প্রতিনিধি সমন্বয়ে একাধিক সভার মাধ্যমে বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করে। কমিটি প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। কমিটির রূপরেখা নিম্নরূপ:

| ক্রম | নাম | পদবি |
|---|---|---|
| ১. | জনাব শরিফুল ইসলাম বাবু, প্যানেল মেয়র-১ | আহবায়ক |
| ২. | জনাব রবিউল ইসলাম তজু, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-১১ | সদস্য |
| ৩. | জনাব রেজাউন নবী দুদু, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-০৯ | সদস্য |
| ৪. | জনাব নজরুল ইসলাম, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-০২ | সদস্য |
| ৫. | জনাব তৌহিদুল হক সুমন, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-১৯ | সদস্য |
| ৬. | জনাব আব্দুল মোমিন, কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-১৩ | সদস্য |
| ৭. | জনাব আহমদ আল মঈন, সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) | সদস্য সচিব |

## ২। নীতিমালা ও রেজুলেশন:

**অটোরিক্সা (চালকসহ ০৬ ছয় আসন বিশিষ্ট)/ চার্জাররিক্সা (চালকসহ ৩ আসন বিশিষ্ট মোটা চাকা) নিবন্ধন নীতিমালা-২০১৯**

### ১. অটোরিক্সা/ চার্জাররিক্সা পরিচালনা শর্তাবলী:

১.১ কর্তৃপক্ষ : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী

১.২ ৬ আসন বিশিষ্ট (চালকসহ) যানকে অটোরিক্সা এবং ৩ আসন বিশিষ্ট (চালকসহ) মোটা চাকা যানকে চার্জাররিক্সা বলা হবে।

১.৩ অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সা পরিচালনার জন্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এর নিকট হতে অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সার মালিক ও চালককে পৃথক পৃথক নিবন্ধন কার্ড গ্রহণ করতে হবে।

১.৪ যাত্রী চাহিদা ও সড়ক নেটওয়ার্কের ক্যাপাসিটি অনুসারে অটোরিক্সার ক্ষেত্রে ১০,০০০/- (দশ হাজার) এবং চার্জার রিক্সার ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) ফি গ্রহণপূর্বক মহানগরীতে চলাচলের জন্য নিবন্ধন কার্ড ইস্যু করা হবে (প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ এ সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে)।

১.৫ নিবন্ধন কার্ডের নম্বর অনুযায়ী বিজোড় নম্বর সম্বলিত বাহন লাল রং এবং জোড় নম্বর সম্বলিত বাহন সবুজ রং-এর হুড/সম্পূর্ন যান রং করে ব্যবহার করতে হবে।

১.৬ মাসের ১ম সপ্তাহে সকাল ৬:০০ টা হতে দুপুর ২:০০ পর্যন্ত লাল অটোরিক্সা ও দুপুর ২:০০ টা হতে রাত্রি ১০:০০ টা পর্যন্ত সবুজ অটোরিক্সা চলাচল করবে। পরের সপ্তাহে সকাল ৬:০০ টা হতে দুপুর ২:০০ পর্যন্ত সবুজ অটোরিক্সা এবং দুপুর ২:০০ টা হতে রাত্রি ১০:০০ টা পর্যন্ত লাল অটোরিক্সা চলবে। শুক্রবার ও প্রতিদিন রাত্রি ১০:০০টা হতে সকাল ৬:০০ টা পর্যন্ত উভয় রং-এর অটোরিক্সা চলবে। অটোরিক্সা সবুজ এবং চার্জাররিক্সা লাল রং-এর হবে।

১.৭ রুট প্ল্যান অনুযায়ী মহানগরী এলাকায় এ সকল যানবাহন চলাচল করবে।

১.৮ যানবাহনগুলি নিবন্ধন কার্ড ব্যতিত মহানগর এলাকায় চলাচল করতে পারবে না। এরূপ অনিবন্ধিত যানবাহন পুলিশ কর্তৃক আটক করা হবে।

১.৯ এক বছর কোন অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সার নবায়ন না হলে তার নিবন্ধন বাতিল বলে গণ্য হবে।

১.১০ একজন মালিক একাধিক অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সা  নিবন্ধন করতে পারবে তবে এ সংখ্যা ৫টির (উভয় প্রকার মিলে) অধিক নয়।

১.১১ ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের মধ্যে যে সকল অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সা মালিকগণ নিবন্ধন নবায়ন করবেন তাদের  ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নতুন নিবন্ধন নম্বর দেয়া হবে তবে এক মালিক ৫টির বেশী নিবন্ধন থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১.১২ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নতুন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে মালিককে অবশ্যই রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

১.১৩ মালিকানা ও চালক সংক্রান্ত নিবন্ধন কার্ড হারিয়ে গেলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক রি-ইস্যু করাতে হবে।

১.১৪ ইস্যুর তারিখ হতে ৫(পাঁচ) বছরের অধিক পুরোনো অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সা নবায়ন করা হবে না, এগুলো মহানগরীতে চলাচলের অযোগ্য হিসেবে গণ্য হবে।

১.১৫ মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরম সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে হস্তান্তর সংক্রান্ত ৩০০.০০ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে চুক্তিপত্রসহ আবেদন দাখিল করতে হবে। সাথে নতুন নিবন্ধনের ন্যায় সকল কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

১.১৬ অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সা নিবন্ধন কার্ড ও চালকের নিবন্ধন কার্ড প্রদর্শনের জন্য গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং  প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাত্রী বা সংশ্লিষ্টদের প্রদর্শন করতে হবে।

১.১৭ অটোরিক্সার ডান পার্শ্ব বন্ধ থাকবে।

১.১৮ ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে, এর ব্যতয়ে কর্তৃপক্ষ এবং আরএমপি কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১.১৯ রাস্তায় গাড়ী চলাচলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পোশাক পরিধান করতে হবে।

১.২০ চিকন চাকার রিক্সা আগামী জুন ২০১৯  সাল এর পর মহানগরীতে চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে।

**২. অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সা নিবন্ধন/নবায়ন পদ্ধতি:**

২.১ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরম সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে নতুন নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে আবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি দাখিল করতে হবে:

(ক) পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি ছবি;
(খ) জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি;
(গ) মোবাইল নম্বর;
(ঘ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নিকট হতে নাগরিকত্ব সনদ;
(ঙ) গাড়ী ক্রয়ের বৈধ কাগজপত্রাদি।

২.২ কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্র যাচাইপূর্বক মালিকের নিবন্ধন কার্ড প্রদান করবে।

২.৩ নবায়নের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতিতে ফরম সংগ্রহপূর্বক আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সহিত নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করতে হবে:

(ক) এনআইডি কপি;
(খ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নিকট হতে নাগরিকত্ব সনদ;
(গ) ট্রাফিক বিভাগ আরএমপি কর্তৃক ছাড়পত্র।

২.৪ অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সা নিবন্ধন/নবায়নের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে নির্ধারিত তারিখে সংশ্লিষ্ট বাহনটি হাজির করতে হবে।

## ৩। পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন:

অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সা সুশৃঙ্খলভাবে চলাচল ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০১৯ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

## ৪। কর্মপদ্ধতি:

<u>রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন পদ্ধতি:</u>

১। কাজের শুরুতে এই ডকুমেন্টগুলি সাথে নিয়ে বসবেন:

- জাতীয় পরিচয় পত্র
- নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট
- সদ্য তোলা ছবি
- নিজের সচল মোবাইল ফোন নং
- বাহন ক্রয়ের আসল রসিদ (যারা সিটি কর্পোরেশনে আগেই জমা দিয়েছেন তাদেরকে ব্লু-বুক নিয়ে বসতে হবে)

২। এবার উপরের সব ডকুমেন্টের স্ক্যান কপি কম্পিউটারে/মোবাইলে সেভ করুন। ক্রয়ের রসিদ (অথবা ব্লু-বুক) পিডিএফ (PDF) ফাইল আকারে সেভ করতে হবে, এতে প্রয়োজনে একাধিক পাতা এক ফাইলে সেভ করা যাবে।

৩। এবার রাসিক (রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন) এর অফিসিয়াল সাইট (http://erajshahi.portal.gov.bd/) থেকে অটোরিকশা/ড্রাইভিং লাইসেন্স নিবন্ধন লিংকে যেতে হবে। অথবা (http://rcc-ars.com/) সাইট এ যেতে হবে।

৪। Get Started এ ক্লিক করুন:

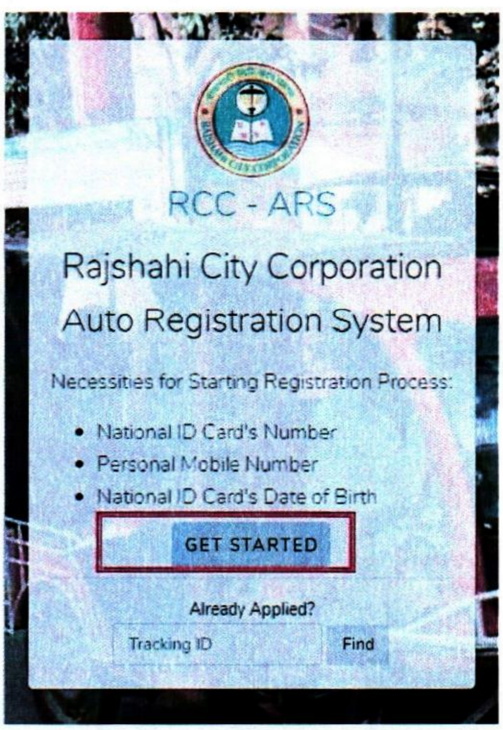

৫। আপনি যে ধরনের রেজিষ্ট্রেশনের করতে চান সে ধারনাটি সিলেক্ট করুন।

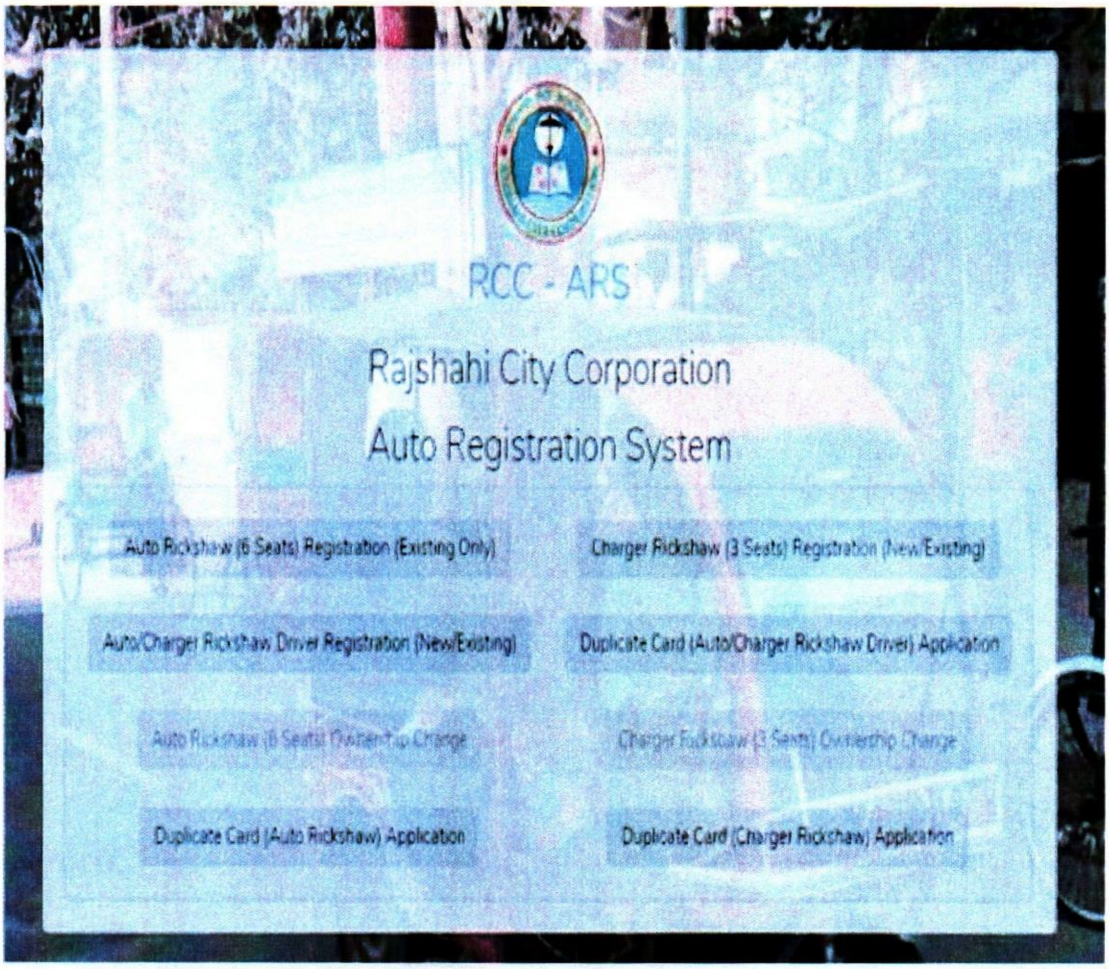


৬। রেজিষ্ট্রেশনের ধরন সিলেক্ট করার পর রেজিষ্ট্রেশনের ফর্ম সামনে আসবে।

৭। ফর্মে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি যথাযথভাবে পূরণ করে চাহিদা অনুযায়ী আপনার ছবি, ভোটার আইডি কার্ডের কপি, নাগরিকত্ব সনদের কপি, যানবাহন ক্রয়ের রশিদ সংযুক্তির জায়গায় সংযুক্ত করুন (যদি আপনার রেজিস্ট্রেশনকৃত আবেদনটি নবায়ন হয় সেক্ষেত্রে আপনার ব্লু-বুকের কপিও সংযুক্ত করতে হবে)। প্রদত্ত তথ্য ও সংযুক্তির উপর ভিত্তি করে আপনার আবেদনটি পুনরায় যাচাই-বাছাই করুন।

HOME | LOG OUT

RCC - ARS

Rajshahi City Corporation

Auto Registration System

Auto Rickshaw (6 Seats) Registration

NID Number | Mobile Number

Date of Birth

Name | Name in Bangla

Father's Name | Mother's Name

**NID Address** | **Permanent Address** | **Present Address**

District: --Select District--

Thana: --Select Thana--

Post/Ward

Village/Moholla

New Registration

Auto Rickshaw Purchase Information

Shop Name | Purchase Date

Receipt No | Buyer Name

Emergrncy Contact Information

Name | Relationship

Address | Mobile Number

Attachments

NID (jpg/jpeg/png) Choose File No file chosen

Citizenship Certificate (jpg/jpeg/png) Choose File No file chosen

Photo (jpg/jpeg/png) Choose File No file chosen

Papers of Purchase/Blue Book/Other (PDF, Max: 1MB) Choose File No file chosen

Please check the information carefully before submit

Submit

৮। যথাযথ ভাবে যাচাই-বাছাই করে সাবমিট বাটনে ক্লিক করুন।

৯। ডাটা আমাদের সার্ভারে পৌঁছানো মাত্র আপনার মোবাইলে একটি ম্যাসেজ যাবে।

১০। ফর্ম পূরণ করে Submit বাটনে ক্লিক করলে আবেদনকৃত ফর্মটি আপনার সামনে আসবে, যার উপরের ডানদিকে ট্রাকিং নম্বর দেওয়া থাকবে। এই ট্রাকিং নম্বরটি আপনাকে সংরক্ষণ করতে হবে। এই ফর্মটি আপনি PDF File হিসাবে সেভ করতে পারবেন। PDF ফাইলটিতে আপনার পূরণকৃত বিভিন্ন তথ্যও দেওয়া থাকবে। এই PDF ফাইলটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে সিটি কর্পোরেশনের বুথে জমা প্রদান করতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য এই ডকুমেন্ট প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করতে হবে। এটাই আপনার আবেদন পত্রের কপি।

১১। আপনার পূরণ করা আবেদন রাসিক (রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন) বিভিন্ন ভাবে যাচাই-বাছাই করে যদি আপনার আবেদন গ্রহণযোগ্য মনে করে তাহলে আপনাকে এসএমএস ম্যাসেজের মাধ্যমে জানানো হবে। আপনি চাইলে উল্লিখিত ওয়েব সাইডের Find এর ঘরে ট্র্যাকিং নম্বরটি দিয়ে আপনার আবেদনের অবস্থান জানতে পারবেন।

## ৫। কার্ডের নমুনা:

## ৬। সফটওয়্যার বাস্তবায়নে ব্যয়:

| প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান | প্রকল্প ব্যয় |
|---|---|---|
| স্মার্ট অটোরিক্সা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম | সেন্ট্রাল ফর ইন্ডাসট্রিয়াল কোলাবোরেশন অফ সিএসই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | ২,৯৫,০০০/- (+ভ্যাট) |

## ৭। মনিটরিং ও তদারকি:

| পদবী | দায়িত্ব |
|---|---|
| প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা | "স্মার্ট অটোরিক্সা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" উদ্ভাবনী ধারনার সার্বিক বিষয়াদি মনিটরিং ও তদারকি; |
| সহকারী প্রোগ্রামার | সফটওয়্যার সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়াদি; |
| ট্যাক্সেশন কর্মকর্তা (উপ-যানবাহন শাখা)<br>উপ-ট্যাক্সেশন কর্মকর্তা (উপ-যানবাহন শাখা)<br>পরিদর্শক (উপ-যানবাহন শাখা) | সার্বক্ষনিক রাস্তায় চলাচলকৃত যানবাহনের তদারকি, অবৈধ গাড়ী আটক এবং জরিমানা করা। |

## ৮। এ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধা:

১. নির্ধারিত সীমিত সংখ্যক অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সার নিবন্ধিত ডাটাবেজ তৈরী ও সার্ভারে নিরাপদে সংরক্ষিত থাকছে।
২. অটোরিক্সা/চার্জাররিক্সা মালিক ও চালকের সকল তথ্য দ্রুত জানা যাচ্ছে।
৩. এ সংক্রান্ত আয়ের তথ্য নিমিষে জানা যাচ্ছে ও রাজস্ব আয় দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪. মালিক ও চালক যে কোন জায়গা থেকে নবায়ন ফি মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান করতে পারছে।
৫. মধ্যসত্বভোগীদের ভূমিকা নিয়ন্ত্রণ এবং এ সংক্রান্ত অনিয়ম ও দূর্নীতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।
৬. এ সিস্টেমের মাধ্যমে অপরাধী চালক/মালিকদের দ্রুত সনাক্ত করা যাচ্ছে।
৭. নগর ভবনে এসে সেবা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কমে গেছে।

## “স্মার্ট অটোরিক্সা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম” বাস্তবায়নে সার্বিক প্রভাব:

**বাস্তবায়নের আগে**

১. ডাটাবেজ ছিল না।
২. রাস্তায় বৈধ/ অবৈধ অটোরিক্সা সনাক্ত করা সম্ভব ছিল না।
৩. অনিয়ন্ত্রিত যানবাহনের কারণে বেশি দুর্ঘটনা।
৪. নিবন্ধনকৃত যানবাহনের তুলনায় ৩-৪ গুন বেশি যানবাহন চলাচল।
৫. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অটোরিক্সা খাতে আয় ১,৯০,১০,৬৯৫ টাকা।

**বাস্তবায়নের পরে**

১. ডাটাবেজে তথ্য সংরক্ষিত আছে।
২. রাস্তায় বৈধ/অবৈধ অটোরিক্সা সনাক্ত করা যায়।
৩. নিয়ন্ত্রিত যানবাহনের কারণে দুর্ঘটনা কমে গেছে।
৪. নিবন্ধনকৃত সংখ্যার কাছাকাছি যানবাহন চলাচল করে।
৫. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অটোরিক্সা খাতে আয় ৩,৬২,৭৬,৩০০ টাকা।